নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ো ও বহুবিকল্প প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। (১×৫)

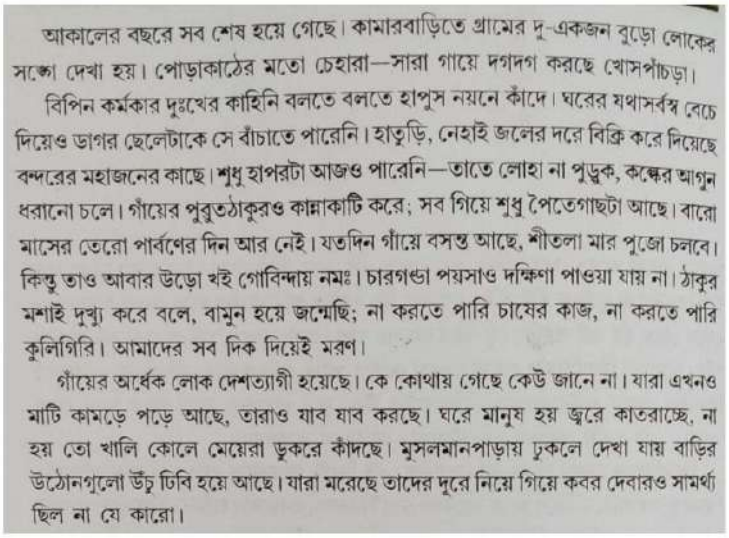

আকালের বছরে সব শেষ হয়ে গেছে। কামারবাড়িতে গ্রামের দু-একজন বুড়ো লোকের সঙ্গে দেখা হয়। পোড়াকাঠের মতো চেহারা—সারা গায়ে দগদগ করছে খোসপাঁচড়া।

বিপিন কর্মকার দুঃখের কাহিনি বলতে বলতে হাপুস নয়নে কাঁদে। ঘরের যথাসর্বস্ব বেচে দিয়েও ডাগর ছেলেটাকে সে বাঁচাতে পারেনি। হাতুড়ি, নেহাই জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে বন্দরের মহাজনের কাছে। শুধু হাপরটা আজও পারেনি—তাতে লোহা না পুড়ুক, কল্কের আগুন ধরানো চলে। গাঁয়ের পুরুতঠাকুরও কান্নাকাটি করে; সব গিয়ে শুধু পৈতেগাছটা আছে। বারো মাসের তেরো পার্বণের দিন আর নেই। যতদিন গাঁয়ে বসন্ত আছে, শীতলা মার পুজো চলবে। কিন্তু তাও আবার উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। চারগণ্ডা পয়সাও দক্ষিণা পাওয়া যায় না। ঠাকুর মশাই দুখ্যু করে বলে, বামুন হয়ে জন্মেছি; না করতে পারি চাষের কাজ, না করতে পারি কুলিগিরি। আমাদের সব দিক দিয়েই মরণ।

গাঁয়ের অর্ধেক লোক দেশত্যাগী হয়েছে। কে কোথায় গেছে কেউ জানে না। যারা এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তারাও যাব যাব করছে। ঘরে মানুষ হয় জ্বরে কাতরাচ্ছে, না হয় তো খালি কোলে মেয়েরা ডুকরে কাঁদছে। মুসলমানপাড়ায় ঢুকলে দেখা যায় বাড়ির উঠোনগুলো উঁচু ঢিবি হয়ে আছে। যারা মরেছে তাদের দূরে নিয়ে গিয়ে কবর দেবারও সামর্থ্য ছিল না যে কারো।

১. গাঁয়ের লোক দেশত্যাগী হয়েছে। কারণ- 1 point *

- দেশভাগ হয়েছে
- দেশে বিদেশি শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে
- দেশে মড়ক লেগেছে
- দেশে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে

২. মুসলমানপাড়ায় বাড়ির উঠোন গুলো উঁচু ঢিবি হয়ে আছে কেন? * 1 point

- উঠোনে উইপোকা ঢিবি তৈরি করেছে
- উঠোনে পীরের মাজার তৈরি করা হয়েছে
- উঠোনের মাটি ফুলে ফেঁপে উঠেছে
- অর্থাভাবে মৃতদেহ গুলোকে বাড়ির উঠোনেই সমাধিস্থ করা হয়েছে

৩. বিপিন কর্মকার পেশায় ছিলেন- * 1 point

- কামার
- কুমোর
- স্বর্ণকার
- পুরোহিত

৪. গ্রামের মধ্যে কাদের সব দিক দিয়েই মরণ? * 1 point

- চাষীদের
- পুরোহিতদের
- কামারদের
- মুসলমানদের

৫. কামারবাড়ির দু-একজন বুড়ো লোকের চেহারা কেমন? * 1 point

- জৌলুসপূর্ন
- সাধারণ
- দগদগে ঘায়ে ভর্তি, পোড়াকাঠের মতোন
- উপরের কোনটিই নয়

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ো ও বহুবিকল্প প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। (১×৫)

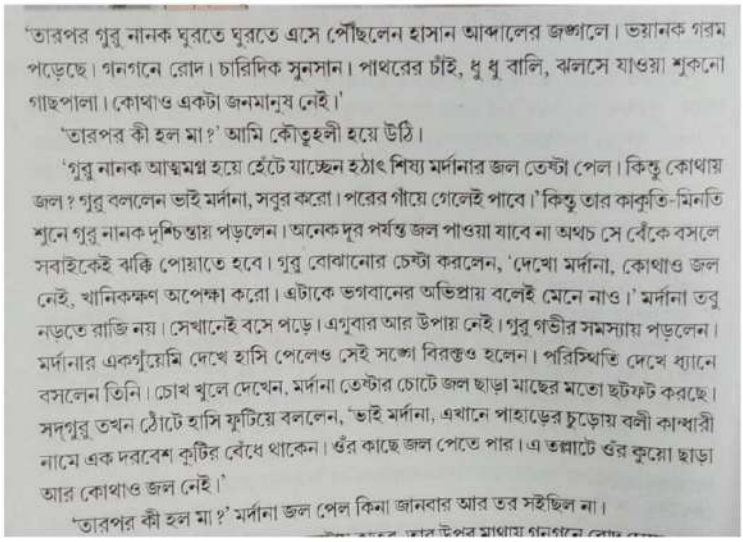

'তারপর গুরু নানক ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলেন হাসান আব্দালের জঙ্গলে। ভয়ানক গরম পড়েছে। গনগনে রোদ। চারিদিক সুনসান। পাথরের চাঁই, ধু ধু বালি, ঝলসে যাওয়া শুকনো গাছপালা। কোথাও একটা জনমানুষ নেই।'

'তারপর কী হল মা?' আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি।

'গুরু নানক আত্মমগ্ন হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন হঠাৎ শিষ্য মর্দানার জল তেষ্টা পেল। কিন্তু কোথায় জল? গুরু বললেন ভাই মর্দানা, সবুর করো। পরের গাঁয়ে গেলেই পাবে।' কিন্তু তার কাকুতি-মিনতি শুনে গুরু নানক দুশ্চিন্তায় পড়লেন। অনেক দূর পর্যন্ত জল পাওয়া যাবে না অথচ সে বেঁকে বসলে সবাইকেই ঝক্কি পোয়াতে হবে। গুরু বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'দেখো মর্দানা, কোথাও জল নেই, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করো। এটাকে ভগবানের অভিপ্রায় বলেই মেনে নাও।' মর্দানা তবু নড়তে রাজি নয়। সেখানেই বসে পড়ে। এগুবার আর উপায় নেই। গুরু গভীর সমস্যায় পড়লেন। মর্দানার একগুঁয়েমি দেখে হাসি পেলেও সেই সঙ্গে বিরক্তও হলেন। পরিস্থিতি দেখে ধ্যানে বসলেন তিনি। চোখ খুলে দেখেন, মর্দানা তেষ্টার চোটে জল ছাড়া মাছের মতো ছটফট করছে। সদ্‌গুরু তখন ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'ভাই মর্দানা, এখানে পাহাড়ের চূড়োয় বলী কান্ধারী নামে এক দরবেশ কুটির বেঁধে থাকেন। ওঁর কাছে জল পেতে পার। এ তল্লাটে ওঁর কুয়ো ছাড়া আর কোথাও জল নেই।'

'তারপর কী হল মা?' মর্দানা জল পেল কিনা জানবার আর তর সইছিল না।

৬. কোনটাকে ভগবানের অভিপ্রায় বলে মেনে নিতে বলেছেন নানকজী? * 1 point

- জলগ্রহন করাকে
- নিকটে জলের অভাবকে
- পিপাসা পাওয়াকে
- জলের প্রাচুর্যকে

৭. নানকজী যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন,তখন তিনি- * 1 point

- শিষ্যদের সাথে বাক্যালাপ করছিলেন
- নিজভাবে বিভোর হয়ে ছিলেন
- শিষ্যের জন্য জলের অনুসন্ধান করছিলেন
- উপরের সবকটিই ঠিক

৮. গুরু নানক কোথায় এসে উপস্থিত হয়েছেন? * 1 point

- ধূ ধূ প্রান্তরে
- পর্বত শিখরে
- সমুদ্র তীরে
- জঙ্গলে

৯. মর্দানা জল পেয়েছিল কিনা তা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল কে? * 1 point

- গুরু নানক
- বলী কান্ধারী
- কথক
- কথকের মা

১০. তেষ্টায় মর্দানার কী অবস্থা হয়েছিল? * 1 point

- মূর্চ্ছা গেছিলেন
- ধরাশায়ী হয়েছিলেন
- অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন
- জল ছাড়া মাছের মতো ছটফট করছিলেন